ch06-061.qxd 1/20/2007 10:34 PM Page 42

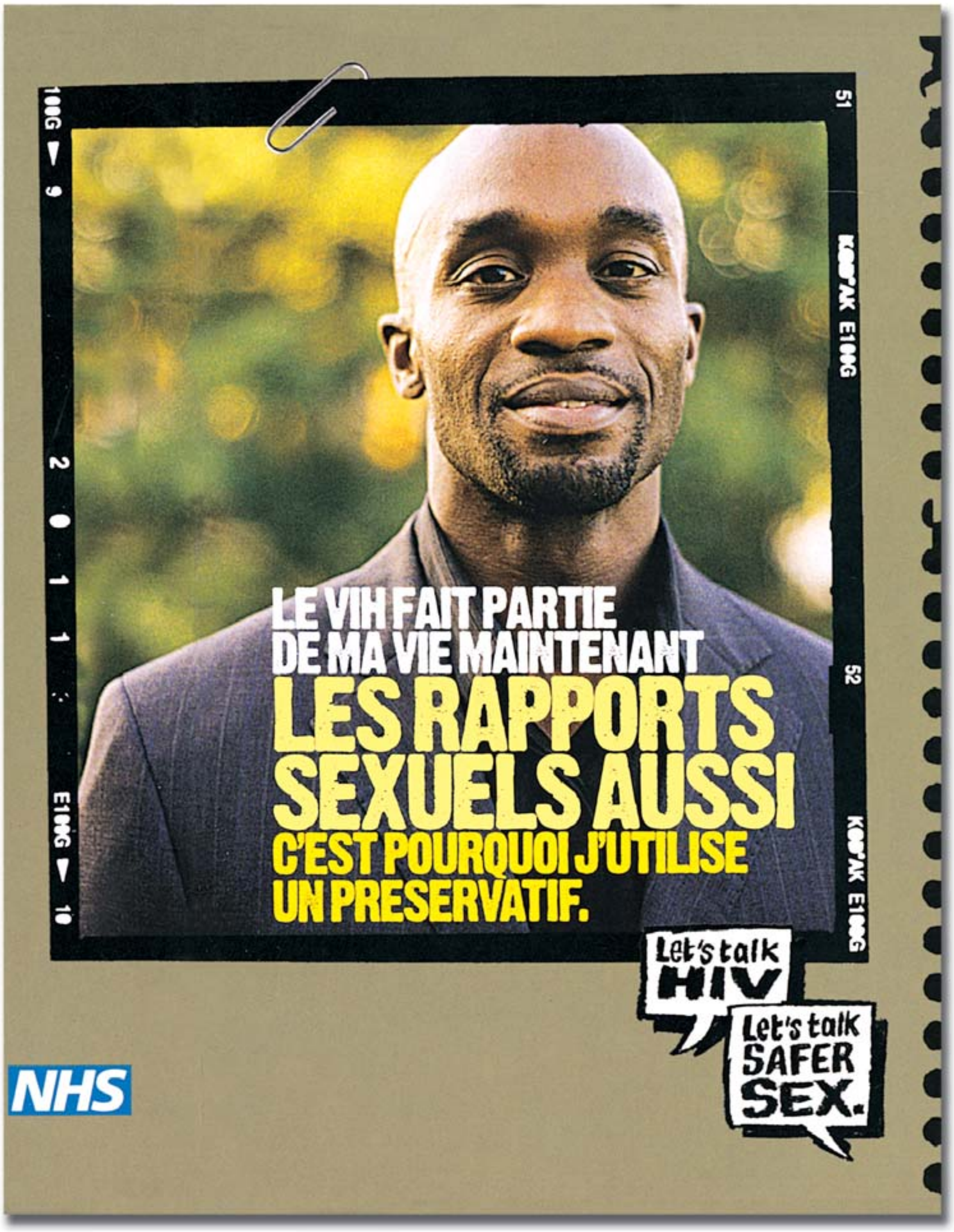

ch06-061.qxd 1/20/2007 10:35 PM Page 43

6

নীতিশাস্ত্র এবং ভাষা

২০০৫-২০০৬ সালে ইউ- ইন্ডিয়া মিডিয়ার এক কর্মশালার ১১২ জন সাংবাদিক এবং পোগ্রাম মেকাররা (যারা পোগ্রাম তৈরী করেন) কিছু কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, মিডিয়া যেমনকি রেড়িও, টিভি, খবরের কাগজের মাধ্যমে এইচ আই ভি /এইড্স- এর নিবারণের জন্য কি কি ভূমিকা নেওয়া যেতে পারে। আসলে মিডিয়ার একমাত্র ভূমিকা হল সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ খবরা খবর সাধারণ মানুষের মধ্যে কিভাবে ছড়িয়ে দিতে পারে। এটাও দেখা গেছে যে বেশীর ভাগ লোক ডাক্তার এবং বিশেষজ্ঞর থেকেও মিডিয়ার দৌলতে এইচ আই ভি /এইডস্ সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান প্রাপ্ত করেছে। নিম্নলিখিত মুদ্যাগুলি হল সামাজিক এবং বিশেষজ্ঞদের এক বড় আলোচনার বিষয়।

গোপনীয়তাকে সম্মান করা ?

ভয়, কলঙ্ক ঘৃণা মানুষকে অনেক দুরে নিয়ে যায় এবং এইজন্য অনেকেই তাদের এইচ আই ভি পিড়ীত স্বাস্থ্য সম্বন্ধে লোককে চট করে বলতে চায় না এবং অন্যান্য বিষয়ও গোপনীয় রাখে। পিএলএইচএ দেরকে ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা জানাতে হয়, যাতে তারা মনে না করে যে খুব তাড়াতাড়িই মৃত্যুতে তাদের জীবন শেষ হয়ে যাবে। কোন কিছু জিজ্ঞেস করার আগে সাংবাদিকদের এইচ আই ভি /এইড্স - এর সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে জানা উচিৎ যাতে সঠিক উত্তর দেওয়া যায়, কেউ যাতে অপরিস্থিতিতে না পড়ে। প্রয়োজন হলে PLHA লোকেদের সাথেও কথা বলা উচিৎ এবং তাতে এইচ আই ভি /এইড্স এর কতটা বেশী প্রভাব তাদের উপরে তার সম্বন্ধে সহজেই অনুভব করা যায়।

বুঝেশুনে সম্মতি দেওয়া

কোন কারণে PLHA ব্যক্তি যদি কথা বলতে চায় তাহলে তাকে যেন বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে তার শরীরে কি ঘটছে। তার সাথে বিশেষভাবে তারই ভঙ্গিতে কথা বলতে হবে যাতে ব্যাক্তি সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারে। ঐ ব্যক্তিকে খোলাখুলিভাবে বলতে হবে কোথায়, কখন কিসের মাধ্যমে তার জীবনের ঘটনাটা ঘটেছে সেটা ব্যক্ত করতে হবে।

বাচ্চাদের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে।

যখন বাচ্চাদের সম্পর্কে এইচ আই ভি র কথা বলা হয়, তখন দেখতে হয় তাদের জীবনে এইচ আই ভি /এইড্স এর প্রভাব কতটা। সেইক্ষেত্রে অবশ্যই বাচ্চাদের সম্মতি নেওয়া প্রথমেই দরকার এবং তাদেরকে রিতিমত বোঝাতে হবে এটার উদ্দেশ্য এবং কিভাবে এর প্রভাব ঘটে। প্রয়োজন হলে বাড়ীর বয়স্কদের বাবা-মা'র সঙ্গেও ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে পারেন, যাতে তাঁরা সেই সমস্ত বাচ্চাদের সহায়তা করতে পারেন।

বিষয়গত হওয়া উচিৎ

এই সমস্ত রোগী দেরকে সাহায্য করতে হবে যাতে তারা বিনা দ্বিধায় নিজেদের মনভাব ব্যক্ত করতে পারে। তাদের অনুভবের সাথে, সরকার, সমাজসেবী সংস্থা, রোগী, সমাজের অন্যান্য লোক, স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মচারীরা সবাইকে নিয়েই গল্পটা লিখতে হবে। দেখতে হবে গুরুত্বপূর্ণ সবাই এতে নিযুক্ত আছে কিনা এবং এইচ আই ভি /এইড্স এর সমাজের উপর প্রকোপ কেনই এতটা বেড়ে চলেছে। সরকারের যে সমস্ত নিয়ম কানুন আছে তার সম্বন্ধে ওয়াকি বহাল লোকেদেরকে থাকা দরকার।

ওয়াকিবহাল হওয়া

যে রকম গল্পই লেখা হোক না কেন এইডস্ উপর, তার আগে প্রথমেই জেনে নিতে হবে এই গল্পের শ্রোতারা কারা। লিঙ্গের ভেদা ভেদ এবং যৌনতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকা উচিৎ এমনকি এইচ আই ভি /এইড্স সম্বন্ধে কোনরকম ভুল ধারণা থাকা চলবে না। সবারই অধিকার থাকে যে কোন খবর নেওয়ার এবং সেই সূত্রে তাদের জানা উচিৎ সরকারের কি কি ভূমিকা রয়েছে এইচ আই ভি /এইড্স প্রতিরোধের জন্য। গল্পটাকে এমন একটা রূপ দিতে হবে যেন এর মধ্যে ভীষণ একটা আইনগত প্রতিরোধ করার ক্ষমতা দেখতে পাওয়া যায়।

এইচ আই ভি / এইডস্ এ পুরস্কৃতরা লন্ডনে এইচ আই ভি পীড়িত লোকেদের সাথে এক সভায়।

ঠিক ঠিক ভাষা ব্যবহার করার প্রয়োজন

গল্পে এমন ভাষা ব্যবহার করতে হবে যেটা ভীষণ সহজেই বোঝা যায়, অনুভব করা যায় এবং রাজনৈতিক স্তরে স্বীকৃত। এমন সরল ভাষায় লিখতে হবে যেন প্রত্যেক মানুষ যেরকম শ্রেণীরই হোক না কেন পড়তে যেন অসুবিধা না হয়। সংক্ষিপ্ত শব্দ যেন ব্যবহার না করা হয় এমন কি খিট্ পিট্ শব্দ ও লেখা উচিৎ নয়। এমন কোন শব্দ ব্যবহার করা উচিৎ হবে না যেটা শ্রোতাদের আরও দ্বিধায় ফেলবে। এমন সুন্দর একটা গল্পের নাম করণ করতে হবে যাতে সবাইকে আকর্ষণ করে।

তথ্য এবং সংখ্যা যদি থাকে সেটা যেন বারবার পরীক্ষা করে দেখা হয়।

যখনই তথ্য এবং সংখ্যা দিতে হয় এইচ আই ভি /এইড্স এর সম্বন্ধে, বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে যে সেই সংখ্যাগুলি যেন একদম সঠিক হয় এবং সেইগুলি কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে, সেটাও নিচে লিখে দিলে ভাল হবে। দু'বার তিনবার প্রয়োজন হলে সেই তথ্য এবং সংখ্যাগুলিকে পরীক্ষা করে নেওয়া উচিৎ। বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে এই রিসার্চে যেন কোন রকম ভুল না থাকে। যেখানে সংখ্যা এবং তথ্যের প্রয়োজন ঠিক সেখানেই দেওয়া উচিৎ যাতে লোকেদের বুঝতে সুবিধা হয়।

অবশ্যই এইভাবে তথ্য দিয়ে লিখতে হবে। সঙ্কোচ করলে চলবে না যদি এই তথ্য এবং

ch06-061.qxd 1/20/2007 10:38 PM Page 45

সংখ্যাগুলো নাকো-এর মনোপুত না হয়। এটা দেখতে হবে যে আমাদের কাজটা হল লোকেদের মধ্যে এইচ আই ভি / এইড্স - এর পরিস্থিতিটাকে সামনে তুলে ধরা কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিরোধ না করে কাজটাকে সুষ্ঠভাবে করতে হবে।

তথ্যগুলির উৎপত্তি কোথা থেকে সেটাকেও পরীক্ষা করে দেখা উচিৎ

খুব সময় সুযোগ মত বিশেষভাবে তথ্য এবং সংখ্যাগুলিকে পরীক্ষা করে নেওয়া উচিৎ। হতেই পারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎপত্তিস্থলটা জানাই গেল না। সেই জন্য এন জি ও (সমাজসেবী সংস্থাদের) কাছ থেকে ঘুরে ঘুরে এই তথ্যগুলিকে সঠিক সংগ্রহ করা উচিৎ

সব সময় এই সম্বন্ধে পড়াশুনা করতে হবে

এইচ আই ভি /এইড্স বিষয়ে সব সময় পড়াশুনা করতে হবে কারণ এই বিষয়ে নিজেকে সর্বদা আপডেট (বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে জ্ঞান রাখা) রাখা উচিৎ। এই জন্যই দরকার সে বিষয় সম্বন্ধে জানা থাকলে এইচ আই ভি / এইড্স এর উপর গল্প লিখতে সুবিধা হয়।

(অনবরত গল্প লেখা উচিৎ)

অনবরত এইচ আই ভি /এইড্স - এর উপর গল্প লেখা উচিৎ এবং প্রয়োজন মত মনোরঞ্জন কাজেও এইচ আই ভি /এইড্স - এর টুকরো টুকরো তথ্যগুলিকে জোড়া দেওয়া যেতে পারে। লোকেদের এইসব গল্প লেখার কাজ সারা বছর ধরেই করা উচিৎ না কেবল বিশ্ব এইড্স দিনে (ওয়াল্ড এইড্স ডে) - এর উপলক্ষ্যেই শুধু করা উচিৎ। এইচ আই ভি /এইড্স - এর উপর গল্প লিখে বেমালুন ভুলে গেলে চলবে না। দেখতে হবে এর পরবর্তী সময়ের কি অবস্থা। দরকার হলে পজিটিভ ব্যক্তির কি কি দরকার এবং কোথায় গেলে সাহায্য পেতে পারে তার উপর নজর দিলে ভাল হবে। এমনকি সরকার এবং সেচ্ছাসেবী সংস্থার থেকে সাহায্য নেওয়া উচিৎ যারা সত্যিই সাহায্য করতে পারবে।

কিছু অন্য ধরণের কাজ করে রাখা উচিৎ

সঠিক ভাষার উপয়োগে এইচ আই ভি/এইড্স - এর প্রভাব এবং আবেগ দুটোই রিপোর্ট-এ ফুটে ওঠে। সেইজন্যই প্রত্যেক সাংবাদিকদের এইচ আই ভি/এইড্স - এর পুরোপুরি জ্ঞান এবং সঠিক ভাষার দখল থাকা উচিৎ। যদিও এইচ আই ভি/এইড্স সামাজিক এবং দয়ালু ব্যপারটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং সহজেই এর প্রভাব চোখে পড়ে, তবে কিন্তু এই সম্পূর্ণ

এইচ আই ভি /এইড্স এর রিপোর্টিং এর জন্য পুরস্কার ২০০৫

ব্যপারটা। খুবই টেকনিক্যাল দেখতে হবে রিপোর্টে যে সমস্ত টেকনিক্যাল শব্দ ব্যবহার করা হবে সেইগুলো যাতে একদম সঠিক হয় এবং কোন খুঁত না থাকে।

কিছু কিছু এইচ আই ভি/এইড্স-এ পিড়ীত লোকেদের কথপোকথন রাখা উচিৎ যাতে সাধারণ লোকেদেরকে প্রভাব ফেলতে পারে। অনেক সময় দেখা গেছে সময় এবং জায়গার অভাবে অনেক ভাল গল্প সব সময় সম্ভব হয় না ম্যানুয়ালে দিতে। তখন এই ইন্টারভিউগুলো ওয়েবসাইটে দিয়ে দিলে লোকেরা হয় সরাসরি কিম্বা সময় করে এই সম্বন্ধে জানতে পারে।

সর্বত্র চিন্তা ভাবনা করে উদ্দেশ্যমূলক ছবি ব্যবহার করা উচিৎ

একটা ছবি প্রায় হাজারটা কথার ভাবটাকে

ch06-061.qxd 1/20/2007 10:38 PM Page 46

প্রকাশ করতে পারে। আবার অন্যদিকে একটা খারাপ উদ্দেশ্যহীন ছবির জন্য পুরো গল্পটাই নষ্ট হয়ে যায়। কোন তথাকথিত গ্রুপের অথবা সমুদায়ের ছবি না দেওয়াই বাঞ্ছণিয়।

ভাষার তারতম্য

যখন এইচ আই ভি / এইড্স পীড়িত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে লেখা হয় তখন বিশেষ করে মাথায় রাখতে হয় যেন সর্বদা ভাষার তারতম্য থাকে। এর সাথে এটাও দেখতে হবে যাতে কোন নিজস্ব অজ্ঞানতা, বা পক্ষপাতিত্বর পরিচয় না আসে। আমাদের দেখতে হবে যাতে ভুল ধারণা, ভয় ভিত্তি, ঘৃণা, কলঙ্ক এই বিষয় সম্বন্ধে না লেখাই ঠিক হবে।

সাধারণত এইচ আই ভি /এইড্স-এর রিপোর্ট কি কি ভাষার উপযোগ করা যায়?

- সর্বদা সঠিক ভাষার প্রয়োগ করা একান্তই দরকার।
- খুব সহজেই অনুভব করে অথবা আঘাত পায় এরকম কিছু লেখা উচিৎ নয়।
- এক ঘেঁয়েমি ভাষা যেন ব্যবহার না করা হয়।
- যেন প্রতিকূল ধারণা এবং কলঙ্কের কারণ না হয়ে দাঁড়ায়।
- খুব সহজেই সাধারণ মানুষেরা যেন বুঝতে পারে ব্যাপরটা। সেই জন্য সংবাদিকদের এইচ আই ভি /এইড্স সম্বন্ধে টেকনিক্যাল শব্দগুলি ভালভাবে জানা থাকলে, লিখতেও অনেকটা সুবিধা হয়।
- বিচারপূর্বক এবং পার্থক্য বিচার করা যেন না হয়।
- যেন পজিটিভ এবং শক্তিশালী হয় কেননা এইচ আই ভি /এইড্স এর জন্য কারুর কারুর জীবনে অসদাচরণও ভোগ করতে হয়।
- এটা যেন লিঙ্গের ভেদা - ভেদকে সমান রূপে দেখে।
- যেন টেকনিক্যালি সঠিক হয়। তবে এমন হওয়া চাই যাতে সাধারণ লোক বুঝতে পারে।

সংবেদনশীলতা হয়ে কিভাবে লেখা উচিৎ

না লেখা উচিৎ ✗	কারণ স্বরূপ? ?	উচিৎ লেখা ✓
Aids	Aids মানে সাহায্য করা। কিন্তু AIDS মানে একটা রোগ যা বাইরের থেকে প্রাপ্ত করা হয় এবং বহু রোগের লক্ষ্যসমূহ	AIDS
HIVএবং AIDS HIV অথবা AIDS	HIV এবং AIDS একে অপরের প্রতি যুক্ত HIV পরবর্তীকালে AIDS এ পরিণত হয়।	HIV/AIDS
AIDS ভাইরাস HIV ভাইরাস	HIV এবং AIDS এর মধ্যে তালগোল পাকিয়ে যেতে পারে। HIV হল ওকরকম বীষাণু যেটা মানুষের শরীরে প্রবেশ করে শরীরের লড়বার ক্ষমতাটাকে ধীরে ধীরে শেষ করতে থাকে।	HIV
AIDS হল ব্যপক যন্ত্রনার কারণ	AIDS ভীষণই সহানুভুতিশীল, এটাকে সম্পূর্ণভাবে নিবারণ করা যায় না। আতঙ্কের বিষয়, সমাজ থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং জীবনের আশাহীন কারণের জন্য দায়ী।	HIV মহামারি
AIDS রোগ	AIDS একটা রোগ নয়। এটা অনেক রোগের লক্ষণ সমূহ। HIV ভাইরাস শরীরের প্রতিরোধ করার ক্ষমতা নষ্ট করে দেয় এবং খুব সহজেই মানুষ মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে।	AIDS সম্বধিত রোগ। যেমন কি টিবি এবং ক্যানসার।
পরিপূর্ণ AIDS	HIV এবং AIDS এর মধ্যবর্তী অবস্থাকে কখনই সম্পূর্ণ AIDS অবস্থা বলা হয় না। AIDS এর কখনো অর্ধেক অবস্থা হয় না।	AIDS

ch06-061.qxd 1/20/2007 10:39 PM Page 47

সংবেদনশীলতা হয়ে কিভাবে লেখা উচিৎ

না লেখা উচিৎ ✗	কারণ স্বরূপ ?	লেখা উচিৎ ✓
AIDS এর পরীক্ষা HIV কে কি ধরা যায়	AIDS কে কখনো পরীক্ষা করা যায় না। HIV কে পরীক্ষা করা যায়। HIV ভাইরাসকে ধরা যায় না। HIV পজিটিভ লোকেরা বুঝতেই পারে না হঠাৎ কিভাবে HIV বীষাণু শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে। তবে এটা সত্যি যে এই ভাইরাস একে ওপরকে সংক্রামিত করে থাকে। ।	HIV (এন্টিবডি) টেস্ট। HIV ভাইরাস আক্রান্ত হলে HIV পজিটিভে পরিণত হয়
AIDSকে কি ধরা যায়	AIDSকে ধরা যায় না।	AIDS হলে, মানুষ কেবল AIDS এর সাথেই বসবাস করে।
AIDS বহনকারি AIDS কে বহন করছে AIDS পজিটিভ	এই সব শব্দগুলো HIV এবং AIDS এর মধ্যে তালগোল করে ফেলে। একজন মানুষের HIV হওয়া এবং AIDS এ পরিণত হওয়া কখনই এক হল না। একজন মানুষের AIDS হতে পারে তবে যে কখনও রোগটাকে বহন করে না।	HIV পজিটিভ লোক। লোকেরা HIV/AIDS এর সাথে বসবাস করে (PLHA)
. নিরাপদ যৌন সম্পর্ক	কোন সাথীর সাথে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত না হলেই সেখানে সম্পূর্ণভাবে HIV হওয়ার ভয় থাকে না। এমন কি যৌন সম্পর্কে কন্ডোম ব্যবহার করলেও নিরাপদ তবে একটু বিপদ সব সময় থেকেই থাকে।	কিছুটা নিরাপদ যৌন সম্পর্ক
শারীরিক তরল পদার্থ	শরীরের সব তরল পদার্থই HIV র সংক্রামণ করে না।	এদের মধ্যে পুরষের বীর্য মহিলাদের যোনী রস, রক্ত, মারের দুধ সব চেয়ে বেশী HIV সংক্রামণ করার মাধ্যম।
HIV র শীকার	যাদের অসদাচরণ (victim) হতে হয় তারা। একদম শক্তিহীন হন। কিন্তু PLHA রা শক্তিহীন হন না। কারণ এরা নিজেরা মনবল বাড়াতে থাকে এবং এক গোষ্ঠিতে থাকে সেখানে ক্রমশ সাহায্য পায়।	লোকেরা যারা HIV/AIDS এর সাথে বসবাস করেন।
AIDS এর শীকার	অনেক লোক যাদের HIV/AIDS হয়েছে খুব সাধারণ মানুষের মতই তাদেরকে স্বাস্থ্যবান দেখায় এবং দীর্ঘ জীবন জাপন ভাল করে করতে পারেন।	HIV পজিটিভ লোক।
AIDS এর রোগী	AIDS রোগী শব্দটা ঠিক তখনই বলা যেতে পারে যখন একজন মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এবং হাসপাতালের সম্মুখিন হয়েছেন।	লোকেরা HIV/AIDS এর সাথে বসবাস করে। কিন্তু একজন মানুষ AIDS এর সাথে বসবাস করে।
নির্দোষ	HIV তে আক্রান্ত হলে তাকে নিজেকে খারাপ মনে করা উচিৎ নয়। সবাই নির্দোষ কেউ স্বেচ্ছাকৃতভাবে HIV ভাইরাস গ্রহণ করে না।	কখনোই নিজেকে খারাপ মনে করা উচিৎ নয়।
বেশ্যাবৃত্তি	নিজেকে হানি করা এবং বিলিয়ে দেওয়া।	যৌনকর্মী
নেশাখোর	যে সমস্ত লোকেরা নেশা করে, তারা মনে করে নিজেদেরকে আয়ত্বে সব সময় রাখতে পারবে। কিন্তু সুঁই-এর মাধ্যমে যারা নেশা করেন, তারা HIV র আক্রান্তে খুব সহজেই ধরা পড়ে যায়।	সুঁই -এর মাধ্যমে যারা নেশা করেন।
সমকামী পুরুষ	এই শব্দটা পশ্চিমি দেশ থেকে এসেছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে পুরুষরা পুরুষদের সাথে যৌন সম্পর্ক থাকলে নিজেদেরকে সমকামী চিহ্নিত করতে দ্বিধা বোধ করে।	পুরুষ অন্য পুরুষের সাথে যৌন সম্পর্কে
সবচেয়ে বেশী বিপদগ্রস্থ (High – Risk)	কোন মানুষের উচ্চ বিপদগ্রস্থ ব্যবহার হতে পারে কিন্তু তাকে উচ্চ বিপদগ্রস্থ সমুহ বলা যায় না। যেই সমুহতে তারা থাকেন, সেখানকার অনুকুল পরিস্থিতির জন্যই একজন HIV তে আক্রান্ত হন।	সবচেয়ে উচ্চ বিপদগ্রস্থ ব্যবহার।